

# BIC লেখক পাঠক

সাক্ষাতের জায়গায় যখন ফিরলাম, সবার মুখ গম্ভীর।

সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করলাম, ঘরের একমাত্র নারীটি নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছে। সুন্দর দৃশ্যের দিকে খোলা প্রতিটি জানলা সে বন্ধ করে দিয়েছে, প্রায় এক সন্ন্যাসিনীর মতো, যদিও তার পোশাক ইঙ্গিত দিচ্ছিল আত্মার একেবারে অন্য এক ব্রতের।

এই রদবদলে আলোচনার সুবিধে হল।

আমার মনোযোগ সোজা গিয়ে পড়ল পুরুষদের ওপর।

তাঁরা স্পষ্টতই উদ্বিগ্ন। দরজায় লেখা পদের নামের সঙ্গে যে কর্তৃত্ব জুড়ে থাকে, তা হারানোর ভয়। শুধু ওইটুকুই তাঁদের যোগ্যতা সম্পর্কে অনেক কিছু বলে দিচ্ছিল।

তাঁরা ছিলেন কর্মচারী।

এ কথা আজকাল প্রায় কারও মনে থাকে না।

তাঁরা মালিক ছিলেন না।

আমি শুরু করলাম ছোট একটা ভূমিকা আর সহজ একটা পর্যবেক্ষণ দিয়ে।

কোনো পুরুষ বা নারী যখন সাফাইয়ের সরঞ্জাম হাতে ঘরে ঢোকে, সবাই সঙ্গে সঙ্গে টের পায় ঝাঁটাটা একেবারে নতুন কি না, কারণ নতুন ঝাঁটার আওয়াজ আলাদা।

তাঁরা আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

আমার স্কুলে শেখা ফরাসি কাজে দিল, যদিও বছরের পর বছর অন্য ভাষায় কথা বলার ছাপ মাঝে মাঝে উচ্চারণে পড়ছিল।

আমি হাসলাম।

তারপর বুঝিয়ে বললাম, Bing আমার পোস্টটাকে একটা রেফারেন্সে পরিণত করেছে, Gillette-সংক্রান্ত অনুসন্ধানের ভেতরে তাকে জায়গা দিয়েছে, আর ওয়াল স্ট্রিটের বিশ্লেষকদের সুযোগ করে দিয়েছে হাসার, তা নিয়ে ভাবার। Google অবশ্য ওটাকে দেখেছে নিছক একটা উপস্থিতি হিসেবে, তার ওয়েব-জগতের ভেতরে যার প্রভাব সামান্যই। আর রাশিয়ার Yandex-এর কথা যদি বলি, সে তো ওটাকে কার্যত প্রাসঙ্গিকতা থেকেই মুছে দিয়েছে।

তবু আমি সেখানে।

দাঁড়িয়ে আছি নিজের শহরে।

আর আমার সদর দরজার বাইরে BIC France-এর গোটা পরিচালনা পর্ষদ।

সঙ্গে Chanel, গোটা সাক্ষাতের একমাত্র সত্যিকারের সংযোজিত মূল্য হয়ে যে থেকে গেল।

আমি তখনও নিছক একজন লেখক।

ন্যারেটিভের শক্তি আমি আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি বুঝলাম। হাতে থাকাটা মালিক হওয়ার চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছিল।

আর মানুষই থেকে গেল প্রতিটি কোম্পানির প্রথম সম্পদ। কাউকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া কোনোদিনই বুদ্ধিমানের সমাধান ছিল না। বুদ্ধিমানের সমাধান ছিল ভাবনা দিয়ে সবকিছু বদলে দেওয়া। পুরুষ জন্মানোর মুহূর্ত থেকেই নারীরা তার সঙ্গে ঠিক এটাই করে।

বেরোনোর আগে আমি আমার কাজের ব্যাগটা খুললাম। বিদায় নেওয়ার তোড়জোড় করতে করতে টেবিলে রাখলাম সিল করা একটা প্যাকেট। ভেতরে দশটা কলম। বললাম, আমি চলে না যাওয়া পর্যন্ত যেন ওটা খোলা না হয়।

Chanel আমার দিকে ফিরল। “আপনি কোথায় যাচ্ছেন?”

আমি হাসলাম। “যাচ্ছি একটা গল্প লিখতে আর মানুষের দুনিয়াটা বদলে দিতে। কীভাবে তা করতে হয়, অবশেষে জেনেছি। তফাত শুধু এটুকু যে, লেখার ভেতর দিয়ে আমি যা প্রস্তাব করি তা সব সময়ই আরও ভালো।”

আমি চলে যাওয়ার পর তাঁরা প্যাকেটটা খুললেন। ভেতরে দেখলেন, প্রতিটি কলমে একটা নাম ছাপা: BICGILLETTENARRATIVE।

এর জন্ম হয়েছিল সাদামাটা একটা সাক্ষাতে। আর আরও বহু সাদামাটা জিনিসের মতোই, এ-ও হয়ে উঠল অবিস্মরণীয়।

---

ফের্দিনান্দো